কে বড়

"আমি বড়, আমি বড়,
সবার চেয়ে আমি বড় !"

মুখ বলে, আমিই বড় ! কান বলে, আমি বড় । চোখ বলে, আমিই বড় । মন বলে, সবার চেয়ে আমিই বড় । নিজের কাছে কেউ ছোট নয়, ছোট হ'ল অন্যে। মুখ কান চোখ মন প্রত্যেকেই হামবড়া ।

তারপর সুরু হ'ল গলাবাজি । মুখ বলছে, জীবনটাই হ'ল মুখ সর্বস্ব; মুখের কথাই যদি চলে গেল তো কী রইল আর ? কান বলছে, কানের শোনাই যদি বন্ধ হ'ল তো রইল কী আর ? চোখ বলছে, চোখের দৃষ্টিই যদি না থাকে তো কী রইল আর ? মন বলছে, মনের ভাবনাই যদি না রইল তো কী হবে আর? চোখ মুখ কান সবাই সবার চেয়ে বড়, কেউই কারো চেয়ে ছোট নয় ।

গলাবাজির চোটে মুখের হ'ল মুখ-ব্যথা, কানের হ'ল কান কামড়ানো, চোখের হ'ল চোখ-টাটানো আর মনের হ'ল মনের যন্ত্রণা । শুধু মিটমাটটাই যা হ'ল না ।

উপায় না দেখে, গেল সবাই সবার পিতা—সবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে—তিনি বলে দেবেন কে বড় ?

"পিতা পিতা, আমাদের মধ্যে কে বড়—বলে দিন, পিতা । চোখ বড় না মুখ বড়, কান বড় না মন বড়— বলে দিন, পিতা ।" — চোখ মুখ কান মন সবাই এসে ঘিরে ধরল সবার পিতা ব্রহ্মাকে ।

কিন্তু কাকেই বা ব্রহ্মা মুখ ফুটে বড় বলবেন,—এককে বড় করে আরকে ছোট করবেন। চোখ মুখ কান মন সকলেই তো তাঁর সৃষ্টি, তাঁর সন্তান ! জল বায়ু আকাশ, গাছ-পালা মাটি, পাহাড় - প্রান্তর - মরু সবই তো তাঁর সৃষ্টি ! এই দেহ-মন-প্রাণ, জন্তু-জানোয়ার, দেব-দৈত্য নর সবই তো তাঁর সৃষ্টি ! তিনি জানেন সৃষ্টির মধ্যে বড় কি, তিনি জানেন জীবের মধ্যে বড় কি—চোখ না মুখ, কান না মন । কিন্তু খাঁটি কথা বলে দিয়ে কাকে তুষ্ট আর কাকেই বা রুষ্ট করবেন? তাই ভাবলেন পরীক্ষা দিয়ে ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিক -- কে বড়।

ব্রহ্মা তখন বললেন, -- "শোনো মুখ, শোনো চোখ, শোনো কান, শোনো মন! যে দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহ সবচেয়ে কাহিল হয়ে পড়বে সে-ই সবার চেয়ে বড়।"

সবাই ভাবছে কে বড় ? চোখ নয়, কান নয়, মুখ নয়, মনও নয়—তবে কে বড় ? সবার চাইতে কে বড় ?

দেহের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের রাজ-সিংহাসনে প্রাণ বসেছিল আপন মনে । ভাবছিল-নিশ্বাসে সে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সকল দেহে, দেহের সকল কোঠায় । ছড়িয়ে তাকে চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মুখের বলায় আর, মনের ভাবনায়। ছড়িয়ে দিয়েছে তাকে শিরায় উপশিরায় -- হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে সকল কাজে, সকল কর্মে। সকলের সঙ্গে সেই তো নাড়ীর টানে বাঁধা। কিন্তু তার কথা তো কেউই ভাবছে না। প্রাণ তাই ঠিক করল – এবার সে চলে যাবে সকলকে ছেড়ে, সেই বড় কিনা একটিবার দেখবে সে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. 'মুখ সর্বস্ব' কথাটি কে বলেছে ?
2. চোখ কী বলেছে ?
3. চোখ, কান, মন এরা একে অপর সম্পর্কে কী ভাবছে ?
4. অবশেষে এরা কার কাছে গেল ?
5. ব্রহ্মা কী বলেলেন ?

প্রাণ যেই তার আসন ছেড়ে দাঁড়াবে অমনি সর্বাঙ্গে পড়ল নিদারুণ টান । মনে হ'ল, সবকিছু ছিঁড়ে বুঝি খান খান হয়ে গেল । কানে লাগল টান,– কর্ণপটাহ ছিঁড়ে যায় বুঝি।

চোখে লাগল টান-চোখ ফেটে জল আসে বুঝি ! মুখে লাগল টান—জিভ খসে পড়ে বুঝি । মনে লাগল টান,—মন ভেঙে যায় বুঝি! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে শুধু 'যায় যায়' আর্তনাদ, 'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' হাহাকার!

প্রাণকে আর দেহ ছেড়ে চলে যেতে হল না । সঙ্গে-সঙ্গে চোখ মুখ কান মন—দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবারে করজোড়ে স্তুতি করতে লাগল - "হে প্রাণ দেবতা, তুমি বড়, তুমি সবার চেয়ে বড়, তোমাকে প্রণাম করি ।

করুণা করো তুমি মুখ তুলে চাও । তোমার সঙ্গে জন্ম থেকে নাড়ীর টানে বাঁধা থেকেও বুঝিনি—তুমি এত বড় । তুমি আমাদের ক্ষমা করো, একবার সদয় হও ! তুমি চলে গেলে আমরা কেউই আর বাঁচব না ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. দেহের ভিতর প্রাণ কোথায় বসেছিল ?
2. কে নাড়ীর টানে বাঁধা ।
3. অবশেষে কার জয় হলো ?

তুমি আছ তাই আমরা সবাই আছি; তুমি না থাকলে তো আমরা প্রাণহীন, আমরা শক্তিহীন । হে কল্যাণময় প্রাণ দেবতা, তোমার কল্যাণই আমাদের কল্যাণ। হে করুণাময় প্রাণ পুরুষ, তুমি আমাদের বুকের মধ্যে চিরদিনের মত বাস করো।"

প্রাণ তখন হাসিমুখে বসল গিয়ে বুকের ভেতর—একেবারে প্রাণের মণিকোঠাটিতে।

চোখ মুখ কান মন অমনি বলে উঠল—"জয়, প্রাণের জয় ! সবার বড় প্রাণের জয়!"

(উপনিষদের কাহিনি)

জেনে রাখো

স্পন্দন	—	কম্পন	**নিদারুণ**	—	প্রচন্ড
স্তুতি	—	প্রার্থনা, প্রশংসা	**বৃথা**	—	ব্যর্থ
সৃষ্টি	—	তৈরি	**সর্বাঙ্গে**	—	পুরো শরীরে

কর্ণ-পটাহ — কানের পর্দা **হামবড়া** — নিজের বড়াই

মুক — বোবা

পাঠ পরিচয়

প্রাচীন ভারতের ঋষিদের রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ । জেনে রাখো, বেদ চার প্রকার — ঋক্, সাম, যজু ও অর্থব । প্রতিটি বেদের চারটি করে ভাগ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ । উপনিষদে মানুষের জীবনের আদর্শের দিকগুলিকে নানারকম গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে । উপনিষদ থেকে নেওয়া 'কে বড়' পাঠটিতে মানুষের শরীরের কোন্ অংশ শ্রেষ্ঠ সেই আলোচনা করা হয়েছে ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. চোখ, কান, মুখ, ও মন এরা প্রত্যেকেই কী ভাবছিল ?
2. দেহের মধ্যে প্রাণ কোথায় ছড়িয়ে আছে ?
3. প্রাণ, দেহ ছেড়ে কেন চলে যেতে চেয়েছিল ?
4. সবাই হাত জোড়করে কাকে স্তুতি করছিল ?
5. অবশেষে প্রাণ কি খুশি হলো ?
6. ব্রহ্মা কাউকে বড় বললেন না কেন ?

সংক্ষেপে লেখো

7. প্রাণের সম্বন্ধে অন্যেরা ভাবছিলনা কেন ?
8. প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যেতে চায় কেন ?
9. 'যায় যায়' শুধু আর্তনাদ হচ্ছিল কেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

10. সবাই মিলে কার স্তুতি করছিল ও কেন করছিল ?

11. দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কার গুরুত্ব বেশি এবং কেন বেশি ? লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলিকে বহুবচনে লেখো

যেমন — বই — বইগুলি, মেয়ে — মেয়েরা

ছেলে	শিক্ষক	পাতা
কলম	তুমি	আমি
সে	বোন	যে
ও	গাড়ি	পথ

জেনে রাখো

যে শব্দের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝায়, তাকে বচন বলে । যেমন,

আমার একটা পোষা কুকুর আছে ।

পাখি সব করে রব ।

তোমরা কখন যাবে ?

প্রথম উদাহরণে একটি পোষা কুকুরের কথা বলা হয়েছে । পাখি সব বলতে অনেক পাখি বোঝায় । তোমরা অর্থাৎ অনেক লোক ।

বাংলায় বচন দুরকমের । যেমন,

(ক) একবচন (খ) বহুবচন

একবচন ঃ একজন ব্যক্তি বা একটি মাত্র সংখ্যা বোঝালে, তাকে **একবচন** বলে । যেমন,

গাছটিতে একটি কাক বসে আছে।

গাছটি, একটি কাক — এসব শব্দগুলিতেই একটি সংখ্যা বোঝানো হয়েছে; এগুলি একবচনের উদাহরণ।

বহুবচন

একের বেশি বা অনেক সংখ্যা বোঝানো হলে, বহুবচন হয়। যেমন,

বালকেরা মাঠে খেলছে।

মেয়েরা গাছের দেখাশোনা করছে।

বৃদ্ধরা তাস খেলছে।

একবচন	**বহুবচন**
বালক	বালকেরা
মেয়ে	মেয়েরা
বৃদ্ধ	বৃদ্ধরা

2. বিপরীত শব্দ লেখো

সুর	দেবতা	খাঁটি
তুষ্ট	স্তুতি	মরা
জয়	মান	অন্ধকার

3. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

হামবড়া	জন্তু-জানোয়ার
গলাবাজি	সৃষ্টি
মিটমাট	সদয়